যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি., ১৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

কোম্পানির আর্টিকল্‌স অব এসোসিয়েশন এর ধারা ১০২ অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন: -

(১)	ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী, এনডিসি	সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(২)	মিজ কওছার জহুরা	স্বতন্ত্র পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৪)	জনাব মোঃ সামসুল আলম ভূঁইয়া	পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৫)	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন	পরিচালক (বিপণন), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৬)	প্রকৌশলী শেখ আল আমীন	পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৭)	প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম	পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৮)	জনাব সালেহ আহমেদ খসরু	স্বতন্ত্র পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।
(৯)	প্রকৌশলী মোঃ আমীর মাসুদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেওসিএল ও পরিচালক, জেওসিএল বোর্ড।

জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম, কোম্পানি সচিব সভায় উপস্থিত থেকে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।
কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ১১৮ জন ব্যক্তিগতভাবে এবং ২২ জন প্রক্সির মাধ্যমে অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমেটেড এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিপিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিপিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন কোম্পানির ইবাদত খানার ইমাম মাওলানা মোঃ নুরুল আলম। এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব পরিচালকমন্ডলীকে তাঁদের পরিচিতি প্রদানের অনুরোধ করলে পরিচাকলকবৃন্দ স্ব স্ব পরিচিতি প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় কোম্পানি সচিব জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম-কে সভার নোটিশ পাঠের আহবান জানান। কোম্পানি সচিব সভার নোটিশ পাঠ করেন এবং চেয়ারম্যান মহোদয়কে সার্বিক বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যানের বক্তব্য:

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ, পরিচালকমন্ডলী ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সালাম জানিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানান, যাঁদের সুমহান ত্যাগের বিনিময়ে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং জ্বালানি খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টাকে তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

আধুনিক সভ্যতায় জ্বালানি তেলের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল) সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তিনি বলেন যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানি ১৭,২১,৪১৭ মেট্রিক টন পণ্য বিপণন করেছে এবং কর-পরবর্তী নিট মুনাফা অর্জন করেছে ৬৪৮.১৯ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০৬.৫২ কোটি টাকা বা ৪৬.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলমান পাতা - ২

কোম্পানির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের চিত্র তুলে ধরে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, ঢাকার কাওরান বাজারে নির্মাণাধীন ২০তলা বিশিষ্ট 'যমুনা ভবন'-এর কাঠামো পর্যায়ের কাজ ৩য় তলা থেকে ২০ তলা পর্যন্ত ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ফ্লোর ভাড়ার মাধ্যমে কোম্পানির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রামের প্রধান স্থাপনায় জেটির সংস্কার ও পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রধান স্থাপনা ও ৩৯টি ডিপোকে আধুনিক অটোমেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে স্পেনের বিখ্যাত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'টেকনিকাস রিইউনিডাস' ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, জ্বালানি মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি মোট ৪০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার নতুন ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে ফতুল্লা ডিপোতে ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ট্যাংকের কাজ শেষ হয়েছে এবং তা চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইনের সাথে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া রূপগঞ্জ ও পায়রা বন্দরের কাছে নতুন ডিপো স্থাপনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।

ব্যবসায়িক সততা ও গ্রাহক সেবার মান নিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে সর্বদা সচেষ্ট। তিনি কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতাকে কোম্পানির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকাশিত নেতিবাচক খবরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ সচেতনতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্তির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তিনি জানান যে, আলোচ্য অর্থ বছরে শেয়ার প্রতি ৫৮.৭০ টাকা আয়ের বিপরীতে পরিচালনা পর্ষদ ১৮০ শতাংশ অর্থাৎ শেয়ার প্রতি ১৮.০০ টাকা হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। এছাড়া কোম্পানি ভ্যাট, ট্যাক্স ও লভ্যাংশ বাবদ সরকারি কোষাগারে মোট ২৯০.১০ কোটি টাকা জমা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পরিশেষে তিনি কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, গ্রাহক, ব্যবসায়িক সহযোগী, বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এ পর্যায়ে পর্ষদ চেয়ারম্যান বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণ পড়েছেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সম্মতিক্রমে তা পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করেন। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে তাদের মূল্যবান প্রশ্ন ও মন্তব্য/মতামত প্রদান এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে ওয়েবপোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন যে, শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের প্রশ্ন উত্থাপন, মন্তব্য/মতামত প্রদান ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

পর্ষদ চেয়ারম্যান সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও অন্যান্য এজেন্ডার উপর তাঁদের মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্ন পাঠ করার জন্য কোম্পানি সচিবকে আহবান জানান এবং কোম্পানি সচিব শেয়ারহোল্ডারগণের নিম্নোক্ত মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্ন পাঠ করেন।

এ প্রেক্ষিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের পক্ষ থেকে জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব(বিও আইডি নং ঃ ১২০১৫৯০০০৮০১৪৩৬৭), জনাব শেখ তানজিরা বেগম, (বিও আইডি নং ঃ ১২০১৫৯০০০৮০০৯২৬৩) ও জনাব আতাউর রহমানসহ, (বিও আইডি নং ঃ ১৬০৫২১০০৪৭১২৩৮৬০) বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের বর্তমান সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কোম্পানির প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে চান ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেন। শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ রেকর্ড পরিমাণ ১৮০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ প্রদান এবং মুনাফার ধারাবাহিক উন্নতির জন্য পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে লভ্যাংশের হার আরও বৃদ্ধির সুযোগ আছে কি-না সে বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ আশা করেন। এছাড়াও, শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা আরও সুসংহত করতে ব্যাংকে রক্ষিত আমানতসমূহ 'ক্যামেলস রেটিং(CAMELS)' ও শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর আলোকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরামর্শ দেন। একইসাথে ২০ তলা বিশিষ্ট 'যমুনা ভবন' থেকে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করার পরিকল্পনা এবং বিপণন ব্যয় কমিয়ে কোম্পানির বাজারজাতকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও তাঁরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে আগামীতে সরাসরি (Physical) বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি কোম্পানির সমৃদ্ধিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য ও জবাবঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি

চলমান পাতা - ৩

পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিপিসি'র প্রতিনিধিসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের বীর শহীদদের। একই সাথে তিনি বিপ্লবে আহত ছাত্র-জনতার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হয়ে ধৈর্য সহকারে সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোম্পানির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কর্মীদের প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠা কোম্পানির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোম্পানি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা, প্রবৃদ্ধি, নতুনত্ব আনয়ন এবং আধুনিকীকরণে সমর্থ হবে। তিনি আরো বলেন যে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি ৬৪৮.১৯ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখতে ভ্যাট, ট্যাক্স, ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য কর বাবদ ২৯০.০৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আনন্দের সংবাদ হিসেবে তিনি জানান যে, ঢাকাস্থ কারওয়ান বাজারে নির্মিতব্য যমুনা ভবনের নির্মাণকাজের ইতোমধ্যে ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এছাড়া তিনি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য জানান যে, কোম্পানি কর্তৃক ইতোমধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: (ক) চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১২০০০ ও ৫০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ট্যাংক নির্মাণ (খ) নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জস্থ পূর্বাচল স্যাটেলাইট টাউনের নিকটবর্তী শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি ৪০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ডিপো স্থাপন (গ) পায়রা বন্দর এলাকায় নদী ভিত্তিক ২৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন বার্জ ডিপো স্থাপন এবং (ঘ) কোম্পানির ফতুল্লা ও বাঘাবাড়ি ডিপোতে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ।

শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন গঠনমূলক প্রশ্ন ও ইতিবাচক মতামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তিনি বলেন যে, শেয়ারহোল্ডারদের সন্তুষ্টিই যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর মূল লক্ষ্য। কোম্পানির কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন ও অন্যান্য পরিচালন আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছরের তুলনায় এ বছর কর-পরবর্তী নিট মুনাফা অনেক বেশি অর্জিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ১৫০% লভ্যাংশের তুলনায় এবার ৩০% বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১৮০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির ডেভিডেন্ড পলিসি এবং বিএসইসি-র (BSEC) বিদ্যমান নির্দেশনার সাথে সংগতিপূর্ণ। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানি সর্বদা শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ এবং অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে। তাই ব্যাংকের 'ক্যামেল রেটিং' (CAMEL Rating) এবং ঝুঁকিমুক্ত খাতের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেই বিনিয়োগ করা হয়। আগামীতে সশরীরে উপস্থিতিতে সভা(Physical AGM) আয়োজনের প্রস্তাবটি বিএসইসি-র গাইডলাইন অনুযায়ী বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে কোম্পানির নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে হওয়ার কারণে এজিএম চট্টগ্রামেই আয়োজন করতে হয়। এছাড়া যমুনা ভবনের নির্মাণকাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে (প্রায় ৮০%) রয়েছে এবং আশা করা যায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকে এ ভবনের ভাড়া বাবদ আয় কোম্পানির তহবিলে যুক্ত হবে। পরিশেষে, তিনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস(Cost Minimize) করে মুনাফা সর্বোচ্চ করা (Profit Maximize) এবং ভালো মানের শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এফডিআর(FDR) সংরক্ষণের মতো মূল্যবান পরামর্শগুলো যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেন। পরিশেষে, তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এ পর্যায়ে পর্ষদ চেয়ারম্যান শেয়ারহোল্ডাগণের উদ্দেশ্যে বলেন, ৭২ ঘন্টা পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভার বিষয়সমূহের উপর আলোচ্যসূচী অনুসারে পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তিনি বিষয়সমূহের পক্ষে-বিপক্ষে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণার জন্য কোম্পানি সচিবকে আহবান করেন। এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি- ১ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি., ১২ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা : কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৮৯(২) ধারা মোতাবেক বিগত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পর্ষদ চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সদয় অবগতির জন্য উক্ত কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ ই-মেইল অ্যাড্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একই সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগন তা পড়েছেন মর্মে প্রত্যাশা করা হয়। এমতাবস্থায় ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়।

চলমান পাতা - ৪

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-১ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৬,৮৪,০২৯ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ০০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-১ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যান বিনীত অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি., ১২ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ (আলোচ্যসূচি-১) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ২ : ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরিত/কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে। শেয়ারহোল্ডারগণ সবাই প্রতিবেদনসমূহ পড়েছেন বলে প্রত্যাশা করা হয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-২ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৪,১৮,৯৩৮ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ২,৭২,৭৮৮ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-২ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন (আলোচ্যসূচি-২) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৩: ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরে রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা অর্জন করায়, পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ বিবেচনা করে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য ১৮০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি ১০/= টাকার শেয়ারে ১৮.০০ টাকা নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। উক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৩ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৬,৯১,৭৬৬ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ০০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৩ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ১৮০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ১০/= টাকার শেয়ারে ১৮.০০ টাকা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা (আলোচ্যসূচি-৩) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ৪: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক যাঁরা কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের পুনঃনিয়োগ অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কাম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিচালকবৃন্দের এক-তৃতীয়াংশ পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। এ সাধারণ সভায় পরিচালক জনাব সামসুল আলম ভূঁইয়া, ও পরিচালক প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম পরিচালনা পর্ষদ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। পরিচালক জনাব সামসুল আলম ভূঁইয়া, ও পরিচালক প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম পুনঃনির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন বিধায় তাঁদেরকে পুনঃনির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৪ এর পক্ষে ৮,৯৪,১০,২৩২ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ২,৭৫,৫৪৮ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

চলমান পাতা - ৫

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক জনাব সামসুল আলম ভূঁইয়া, ও পরিচালক প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর পুনঃনিয়োগ অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৪) অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ৫: কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ১২৮নং ধারা অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেন যে, কোম্পানির আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের ১২৮ ধারা নিম্নরুপঃ

" Unless otherwise determined by the Corporation, the number of Directors of the Company shall not be less than five and more than ten, out of which one director shall be elected from amongst the individual shareholders who are Bangladeshi nationals and another two shall be appointed by the Board of Directors as Independent Director. The Directors appointed by the Corporation and Independent Directors shall not be required to hold any qualification shares."

এছাড়া বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/2009-193/217/Admin/90 dated 21 May 2019 অনুসারে একজন শেয়ারহোল্ডার ডাইরেক্টরের ন্যূনতম ২% শেয়ারের মালিকানা থাকতে হয়।

পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ হতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ এর ১ (চ) ধারা মোতাবেক শূণ্য রয়েছে এবং ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের পর বিগত ২৪-১২-২০২৫ তারিখের রেকর্ড ডেট পর্যন্ত কোন বাংলাদেশী নাগরিক ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডারের ন্যূনতম ২% শেয়ার না থাকায় আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের ১২৮ ধারা অনুসারে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি বিধায় শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদটি শূণ্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পর্ষদে ০৯(নয়) জন পরিচালক রয়েছেন। এছাড়া আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের ১২৮ ধারা অনুসারে ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা ৫ জন উল্লেখ থাকায় এবং স্পন্সর হিসেবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ৩০% এর অধিক(প্রকৃত পক্ষে ৬০.০৮%) শেয়ারের মালিক হওয়ায় এক্ষেত্রে উক্ত শূণ্যতার জন্য পর্ষদ পরিচালনায় কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না এবং আইনগত কোন অসুবিধাও নাই। এমতাবস্থায় আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের ১২৮ ধারা অনুসারে ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারকে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগের সুযোগ না থাকায় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এর পদটি শূণ্য রাখার বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করেন।

কোম্পানির আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশনের ১২৮ ধারা ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/2009-193/217/Admin/90 dated 21 May 2019 অনুসারে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগের সুযোগ না থাকায় বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদটি শূণ্য রাখার বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৫ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৪,১১,৩৪০ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ২,৭২,৮৪০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৫ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদটি শূন্য রাখার প্রস্তাব(আলোচ্যসূচি-৫) অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৬ : ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্য ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চলমান পাতা - ৬

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কোম্পানির বর্তমান বহিঃনিরীক্ষকদ্বয় মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এ সভায় অবসর গ্রহণ করছে। কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে ৩(তিন) বছর পূর্ণ না করায় মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এর পুনঃনিযুক্তির যোগ্যতা রয়েছে এবং তারা পুনঃনিযুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেছে। ফলশ্রুতিতে, বিপিসির মনোনয়ণের প্রেক্ষিতে মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে ভ্যাট ব্যতীত ৩,৫০,০০০.০০ টাকায়-(সমহারে বন্টন সাপেক্ষে) শেয়ারহোল্ডারগণ পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্তির অনুমোদনের প্রস্তাব কোম্পানির বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিযুক্তির এবং ভ্যাট ব্যতীত টাকা: ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মাত্র ফি'তে (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৬ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৬,৮৪,১২৪ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ৬ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৬ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিযুক্তির এবং ভ্যাট ব্যতীত টাকা: ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মাত্র ফি (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) নির্ধারণের প্রস্তাব অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের অনলাইনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৬) অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৭ : ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্য ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্রের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে,বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড BSEC/CMRRCD/ 2006-158/207/Admin/80 তারিখ: ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্রের জন্য মেসার্স মাহমুদ সবুজ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস'কে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য বিদ্যমান ভ্যাট ব্যতীত ফি টাকা ২২,০০০.০০ (বাইশ হাজার) মাত্র নির্ধারণপূর্বক নিযুক্তির জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ মেসার্স মাহমুদ সবুজ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস'কে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের নিমিত্তে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্তির অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৭ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯৬,৮৪,১৭৪ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ০২ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৭ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যানকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্য হিসাব বছরে কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের নিমিত্তে মেসার্স মাহমুদ সবুজ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্'কে ভ্যাট ব্যতীত ২২,০০০.০০ (বাইশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৭) অনুমোদিত হলো।

চলমান পাতা - ৭

আলোচ্যসূচি-৮ : সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা ।

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করার বিধান নেই, তবুও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকলে তা' নথি বহির্ভূতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে মর্মে সকলকে অবহিত করছি। সংযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ হতে কোন সাধারণ বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তাব আসে নাই বিধায় আর কোন আলোচনা নেই।

এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব চেয়ারম্যান মহোদয়কে সভার সমাপনী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য:

পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান আজকের এই সভায় ধৈর্য সহকারে ভার্চুয়ালী সংযুক্ত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী, বিপিসি'র সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সুধীবৃন্দ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন'কে কোম্পানির অগ্রযাত্রায় সঠিক ও সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ব্যবস্থাপনা টিম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, উদ্যেগ ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, সিডিবিএল, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, নিরীক্ষকদ্বয়, শেয়ারহোল্ডারগণ, কোম্পানির সকল ডিলার, এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটর ও অন্যান্য গ্রাহকবৃন্দকে তাদের সমর্থন ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যারা ধন্য করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

৫০তম এজিএম এর অনলাইন সাইট ওপেন হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ যে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। শেয়ারহোল্ডারগণ অনেক মূল্যবান প্রশ্ন করেছেন ও মন্তব্য/মতামত দিয়েছেন যা ভবিষ্যতে কোম্পানির পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল মাধ্যম তথা ভার্চুয়ালি এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সরাসরি দেয়া সম্ভব হয়নি, তবে আগামীতে পূর্বের মতো শেয়ারহোল্ডারগণের উপস্থিতিতে এজিএমের আয়োজন করতে সচেষ্ট থাকবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিশেষে, পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল শেয়ারহোল্ডারগণ ও সম্মানিত সুধীবৃন্দের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে অদ্যকার ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সকলকে অশেষ ধন্যবাদ,

আল্লাহ হাফেজ

০২/০২/২০২৫

(মো. ইউনুসুর রহমান)
চেয়ারম্যান